গাংনীতে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের সোনালী বাংলা ক্লাবপাড়া থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৩সেপ্টেম্বর) সকালে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন।

জানা গেছে, চর গোয়াল গ্রামের সরদারপাড়ার সোনালী বাংলা ক্লাবের পাশে সাদবকের বড়ার দোকানের বেঞ্চের ওপর বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও চিরকুটটি উদ্ধার করে।

চিরকুটে লেখা ছিল,“জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। সোহাগ, তোর সরদাররা এত নিমক হারাম। আতাহার হাবেলকে মারার জন্য রিফিউজিদের টাকা দিয়েছিলে। আতিয়ার, ইব্রাহিম, কিবরিয়া, মনি, শাহজাহান, হালিম মাস্টারকে মারার জন্য তোর সরদার বংশ ৮ লাখ টাকা দিয়েছে,এ কথা কি দেখিনা তো? বেইমান তোরা, তোদের অপেক্ষায় ছিলাম। টাকা যদি না দিস, শুনে রাখ, এটি একটি নমুনা মাত্র, খবর আছে। সত্য কথার শত্রু অনেক।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে।

‘এ গ্রামে বিএনপির নামগন্ধ

রাখব না’ —গাংনীতে চিরকুটসহ বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি মুদি দোকানের সামনে থেকে লাল স্কচটেপ মোড়ানো একটি বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৭ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নে শরিফুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

চিরকুটে লেখা রয়েছে, এ দোকানে বিএনপির কোনো লোক বসবি না। যারা বসবি তাদের সমস্যা আছে। এ গ্রামে বিএনপির নাম গন্ধ-রাখবো না।’শরিফুল ইসলাম একই এলাকার মকবুল হোসেনের ছেলে। পেশায় তিনি মুদি দোকানের পাশাপাশি চায়ের ব্যবসাও করেন। এ ঘটনার পর থেকে স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে শরিফুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিনের মতো গতকাল রাত এগারোটার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যাই। পরে ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে দোকান খুলতে গিয়ে একটি লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বস্তু ও চিরকুট পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিই।
পুলিশ এসে চিরকুট ও বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।’ এ বিষয়ে কুমারীভাঙা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই) কামরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে নওদা মটমুড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে একটি বোমাসাদৃশ্য বস্তু ও চিরকুট পড়ে আছে। সেগুলো আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি।’

গাংনীতে ফের বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার, বাড়ছে আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় আবারও বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েক মাসে জেলার বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার এমন বস্তু উদ্ধারের পর নতুন এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ বুধবার সকালে গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এ কে এম শফিকুল আলমের বড়

ভাই আতিকুর রহমান হানিফের বাড়ির সামনে থেকে একটি বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আতিকুর রহমান হানিফ উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের সদরপাড়ার বড় মসজিদপাড়া এলাকার রিয়াজ উদ্দিন মণ্ডল (ইজোদ্দি মণ্ডল) এর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে হানিফের বাড়ির মূল ফটকের সামনে একটি পলিথিন ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। পরে ব্যাগের ভেতরে লাল টেপে মোড়ানো বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুটি ও চিরকুট উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার বোমা সদৃশ বস্তু, চিরকুট ও রহস্যজনক প্যাকেট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ালেও তদন্ত শেষে কিছু ক্ষেত্রে বিস্ফোরক না থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে ধারাবাহিক এসব ঘটনায় জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে।

গাংনীতে দু’টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গ্রামে বাবলু মিয়ার মুদি দোকানের সামনে থেকে দু’টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার সকালে লাল টিপে মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখে ও

চিরকুট দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়।

বাবলু মিয়া জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মৃত রিয়াজুল মাস্টারের ছেলে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের ন্যায় বাবলু মিয়া তার দোকানের কাজকর্ম শেষ করে রবিবার রাতে বাড়িতে চলে যান। রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা কোন এক সময় বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট রেখে যায়।

পরে সকালে দোকান খোলার আগেই কিছু ব্যাক্তি বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে বাবলু মিয়াকে খবর দিলে পরে বাবলু মিয়াসহ স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। এর আগেও বাবলু মিয়া’কে ৪-৫ বার চিরকুট লিখে হত্যার হুমকিও দেয় দুর্বৃত্তরা।

গাংনী থানা ওসি তদন্ত আল মামুন জানান, জোড়পুকুরিয়া মধ্যপাড়ার বাবলু এর পরিত্যক্ত মুদি দোকানের সামনে চিরকুট ও বোমা সাদৃশ্য দুটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গাংনীতে প্রবাস ফেরতের বাড়ির সামনে থেকে দুটি হাতবোমা ও চিরকুট উদ্ধার

গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ি সংলগ্ন দোকানের সামনে থেকে দুটি হাতবোমা উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ৮ টার সময় হাতবোমা দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে করে নিয়ে যান পুলিশ। এসময় হাতবোমার নিচ থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার হয়েছে।

চিরকুটে লেখা আছে, ‘এই শোন আনেচ তুই না জেনি, না বুইঝি আমাদের নাম দিচ্ছিস, তোর বংশো নিরবংশো করি দিবো। যদি আমাদের কোনো

হ্মতি হয়।পারলে তুই ঠেকিয়ে নিস। আর যদি বাচতে চাষ তাহলে ভালো হয়ে যাহ’ এভাবেই চিরকুট ও লাল কচটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোম প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ির সামনে রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনীতে প্রবাস ফেরতের বাড়ির সামনে
থেকে উদ্ধার হওয়া চিরকুট

গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল জলিল হাতবোমা দুটি উদ্ধার করেন।

প্রবাস ফেরৎ আনিছুর জানান, সম্প্রতি আমার ভাই তখলেছুরের তিনটি গরু গোয়াল ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। গরু তিনটি নিয়ে যাওয়ার সময় দুটি গরু পালিয়ে আসে। এর মধ্যে একটি বড় গাভি নিয়ে যায় চোরের দল। এঘটনায় আনিছুর ও তখলেছুর পুলিশকে জানানোর পাশাপাশি বিভিন্নভাবে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। আর এতেই হ্মিপ্ত হয়ে বোম ও চিরকুট রেখেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর সামিউল ইসলাম বলেন, একটি বড় বোসের সাথে ছোট আরেকটি বোম লাল কসটেপ মোড়ানো রয়েছে। ভয়ভীতি দেখানোর জন্যই হয়তো এটি করেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল জলিল জানান, বাড়ির মালিকের দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি বোমা প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ি সংলগ্ন দোকানের দরজার সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য বোমা উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে ভরে থানায় নেয়া হয়েছে। এখন এঘটনায় জড়িতদের সনাক্তকরণ করতে পুলিশ কাজ করবে।